তারিখ 13 FEB 2017
পৃঃ 2 কলাম 6

পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ তদন্তে জাতীয় নাগরিক কমিশন

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ তদন্তে জাতীয় নাগরিক কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। শনিবার বিকালে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংগঠনের সভাপতি শাহরিয়ার কবির এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, সাধারণ পাঠ্যসূচি থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শাশ্বত নিদর্শন, বাঙালির ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংবলিত লেখা বাদ দিয়ে যেভাবে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবধারার লেখা যুক্ত করা হয়েছে এ নিয়ে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির ঐতিহ্যবিনাশী এই ভয়ংকর তৎপরতার কারণ অনুসন্ধান এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সুপ্রিমকোর্টের একজন সাবেক বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, যা করা হয়নি।

সরকার যে বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে তার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীকে চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে সদস্য সচিব করে ১৩ সদস্যের পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িকীকরণ তদন্তে জাতীয় নাগরিক কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক অজয় রায়, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. অনুপম সেন, বিচারপতি শামসুল হুদা, অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শিক্ষাবিদ ড. ফরিদা মিজদ, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, শিক্ষাবিদ মমতাজ লতিফ এবং লেখক শাহরিয়ার কবির। এই কমিশন আগামী ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে তা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করবে।